জাপান প্রবাসীদের প্রিয় সঞ্জয় দা আর নেই

-রাহমান মনি, টোকিও থেকে

জাপান প্রবাসীদের প্রিয় মুখ, একজন সফল সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, জাপান প্রবাসী সঞ্জয় দত্ত আর নেই। ১ ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে (ভোর ৩টা ১২ মিনিটে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্ত্রী সীমা দত্ত এবং দুই শিশু সন্তান সৌম্য দত্ত (১২) ও শুভ্র দত্ত (৫) কে রেখে গেছেন। এ ছাড়াও জাপানে তার ছোট ভাই বাচ্চু দত্ত সপরিবারে বসবাস করেন।

গত বছর ২৩শে ডিসেম্বর হঠাৎ মস্তিষ্কের জটিল রোগে অসুস্থ বোধ করে অচেতন হয়ে গেলে সাথে সাথেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তাররা হার্ট-এ্যাটাক সহ মস্তিষ্কের জটিল রোগের কথা জানান। এর পর নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তাকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন আইসিইউতে রেখে লাইফ-সাপোর্ট সহ সর্বাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সকল প্রযুক্তি ব্যর্থ প্রমাণ করে মৃত্যুর হিমশীতলতাকেই আলিঙ্গন করতে হয় তাকে। দীর্ঘ প্রায় এক বছর হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সময়েও একাধিকবার হার্ট এ্যাটাকের শিকার হন। তার মৃত্যুতে প্রবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। এক নজর দেখার জন্য অনেকেই হাসপাতালে ছুটে যান।

সর্বদা মিষ্ট-ভাষী, সদালাপী এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল সঞ্জয় দত্ত ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলের মন জয় করে সকলের প্রিয় সঞ্জয় দা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন নেপথ্যের কারিগর। পর্দার আড়ালে থেকেই তিনি কাজ করতে পছন্দ করতেন। উত্তরণ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রাক্তন লিডার এবং সার্বজনীন পূজা কমিটি, জাপান এর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন সহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন সঞ্জয় দা। তিনি একজন ভালো তবলাবাদকও ছিলেন।

চট্রগ্রামের পাথরঘাটা নিবাসী সঞ্জয় দত্ত ১৯৮৭ সালে জাপান এসেছিলেন ভাগ্যের অন্বেষণে। প্রথম বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন প্রতিষ্টানে চাকুরী করার পর নিজেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ব্যবসায়ীমহলেও তিনি একজন সজ্জন হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। জাপানী সমাজেও তার বেশ পরিচিতি ও গ্রহনযোগ্যতা ছিল।

৩ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৮টা ৩০মিনিটের সময় টোকিওর শিনজুকু ওয়ার্ডের ওচিআই কাসোবা (সাইজো)তে মরহুমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মরহুমের পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয় ছাড়াও সবধর্মের, সববর্ণের শতাধিক প্রবাসী উপস্থিত থেকে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানান। ছুটির দিনের সকালের ঘুম পরিত্যাগ করে এবং শীতকে উপেক্ষা করে প্রবাসীরা সকাল ৭টা ৩০মিনিট থেকেই শ্মশান স্থলে জড়ো হতে শুরু করেন। শোকে মুহ্যমান স্ত্রী সীমা দত্তের আহাজারীতে এক পর্যায়ে প্রবাসীরা আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এ সময় অনেক জাপানী সহ অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। পুরোহিত-এর ধর্মীয় আচার এবং তপন পালের গীতা থেকে অংশবিশেষ পাঠ শেষে জাপান আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে প্রতীকী মুখাগ্নি করেন তার বড় ছেলে সৌম্য দত্ত। সবশেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সারিবদ্ধভাবে প্রবাসীরা তাকে শেষ বিদায় জানান।

সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার দেহভস্ম গ্রহন করেন তার ছোট ভাই বাচ্চু দত্ত। এ সময় তার পাশে ছিলেন মরহুমের দুই ছেলে সৌম্য আর শুভ্র। বাচ্চু দত্ত প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং বড় ভাই এর কোন ভুল ত্রুটি থেকে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

rahmanmoni@gmail.com